

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৪২৮

১/ বিবিধ

আরবী

إذا شرب أحدكم فليمصه مصاً، فإنه أهناً وأمرأ وأبرأ
ضعيف

أخرجه ابن شاذان الأزجي في " الفوائد المنتقاة " (2/126/1) من طريق
عبد الواحد السوري قال: حدثنا أبو عصام عن أنس مرفوعاً به
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الواحد السوري لم أعرفه، و (السوري) نسبة إلى
(سورية) وهي نسبة غريبة لم يذكروها في " الأنساب "، على شهرتها اليوم
وقد ذكرها ياقوت في " معجم البلدان " فقال
" سورية: موضع بالشام بين خناصره وسلمية "
قلت: فإذا ثبت أن عبد الواحد هذا نسب إلى (سورية) فمن المحتمل حينئذ أنه
الذي في " الجرح والتعديل " (3/1/23)
" عبد الواحد بن قيس، والد عمر بن عبد الواحد الشامي صاحب الأوزاعي، روى عن
أبي هريرة، مرسل، وعن عروة بن الزبير وقد أدركه. روى عنه الأوزاعي وثور
ابن يزيد ... "
وهو مختلف فيه، كما تراه مبسوطاً في " تهذيب التهذيب "، وقد لخص ذلك الحافظ
في " التقريب " بقوله
" صدوق، له أوهام ومراسيل "
وأما الذهبي فقال في " الكاشف "

" منكر الحديث "

لكنه قد توبع بلفظ

" مصوا الماء مصا، ولا تعبوه عبا "

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (116/2) والبيهقي في " الشعب " (2/206/1) من طريق عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

أورده في ترجمة أبي عصام هذا، وسماه خالد بن عبيد، وقال عن البخاري " في حديثه نظر "

وساق له أحاديث منها هذا، ومنها حديثه عن أنس أيضا قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أهنا وأمرأ وأبرا وختمها بقوله

" وليس في حديثه حديث منكر جدا "

لكن في الرواة اثنان، كل منهما يعرف بأبي عصام، ومن طبقة واحدة، أحدهما ثقة ، والآخر ضعيف، وابن عدي جرى على عدم التفريق بينهما، خلافا لابن حبان وأبي أحمد الحاكم، والصواب أنهما اثنان كما قال الحافظ في " التهذيب وعليه جرى الذهبي في " الميزان "، فقال في " الأسماء " منه (1/634) " وقد وهم ابن عدي، فتوهم أن هذا هو أبو عصام ذاك الثقة الذي حدث عنه شعبة وعبد الوارث، فساق في الترجمة حديث " النفس ثلاثا " الذي أخرجه مسلم، وحديث " مصوه مصا "، وهو خبر محفوظ "

كذا وقع فيه " خبر محفوظ "، وهذا مما لا يلتقي مع ما ادعاه من التوهيم، فلعل الطابع وهم، والصواب: " غير محفوظ "، لأن هذا هو المناسب مع الدعوى، وهو كالدليل عليه. والله أعلم

وعلى التفريق المذكور جرى أيضا في كتابه " الضعفاء "، وفي " الكاشف " أيضا ولكنه قال في كنى " الميزان "

"والفرق بينهما يعسر"

وعليه جرى الحافظ في "التقريب" أيضا، فقال

"خالد بن عبيد العتكي أبو عصام البصري، نزيل مرو، متروك الحديث مع جلالته" وقال في "كنى التقريب"

"أبو عصام، هو خالد بن عبيد، تقدم، وقيل: هو الذي قبله". يعني "أبو

عصام البصري، قيل: اسمه ثمامة، مقبول. من الخامسة"

وهذا التردد والاختلاف إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الموضوع غامض غير واضح عند الحافظ وغيره، وهو حري بذلك، فليس هناك ما يحمل على القطع بشيء من

ذلك، ولورواية ضعيفة. وكأنه لذلك اقتصر المناوي على قوله في "الفيض"

"رواه البيهقي في "الشعب" عن أنس: وفي سنده لين"

فلم يعرج على بيان السبب خلافا لعادته. والله أعلم

فإن قيل: فإذا كان المناوي لم يبين علته لأنه لم يتبين له من أبو عصام هذا؟ فلماذا ضعف إسناده؟

فأقول - والله أعلم - : لأنه إذا لم يتبين له أنه أبو عصام الثقة، فالإسناد من

الوجهة العملية، مجهول الصحة؛ والحالة هذه. وما كان كذلك من الأسانيد

فهو في حكم الضعيف، ومن أجل ذلك أورده أنا في "السلسلة"، فإن ظهر لنا شيء

يقتضي صحته نقلناه إلى "السلسلة" الأخرى. والله أعلم

ثم روى البيهقي من طريق ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة أنفاس، ونهى عن العب

نفسا واحدا، ويقول: ذلك شرب الشيطان. وقال

"هذا مرسل، وروينا عن معمر عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا، فإن الكباد من العب
ثم رواه من طريق أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق: أنا معمر فذكره. وهو في
"مصنف عبد الرزاق" (10/428) بهذا الإسناد. وابن أبي حسين هو عبد الله بن
عبد الرحمن المكي، وهو تابعي ثقة، فهو مرسل صحيح، كالذي قبله. ففعل الحديث
يقوى بهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وتقدم حديثان آخران في المص، أحدهما قولي، والآخر فعلي، فراجعهما إن شئت
(941، 940)

বাংলা

১৪২৮। তোমাদের কেউ যখন পান করবে তখন সে যেন চুমুক দিয়ে পান করে কারণ তা বেশী শান্তি দায়ক,
বেশী তৃপ্তি দায়ক ও বেশী নিরাপদ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু শায়ান আযজী "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/১২৬/১) আব্দুল ওয়াহেদ সূরী সূত্রে আবু
ইসাম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল ওয়াহেদ সূরীকে আমি চিনি না। সূরী শব্দটি সূরিয়্যাহ (সিরিয়া)
দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে। এরূপ সম্পৃক্তকরণ অদ্ভুত ধরনের। কারণ "আলআনসাব" এর মধ্যে
এরূপ উল্লেখ করা হয় না।

ইয়াকূত "মুজামুল বুলদান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সূরিয়্যাহ খানাসিরাহ এবং সুলামিয়্যাহ নামক স্থানের মাঝে
শামের একটি স্থানের নাম।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যদি সাব্যস্ত হয় যে, তাকে সূরিয়্যাহ দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে সূরী বলা হয়েছে তাহলে
তিনিই সম্ভবত সেই ব্যক্তি যাকে "আলজারছ অততাদীল" গ্রন্থে (৩/১/২৩) উল্লেখ করা হয়েছেঃ আব্দুল ওয়াহেদ
ইবনু কায়েস, উমার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ শামীর পিতা, আওয়াঈর সাথী। তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে
মুরসাল বর্ণনা করেছেন আর উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তাকে পেয়েছিলেন। তার থেকে
আওয়াঈ এবং সাওর ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন ...।

তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে যেমনটি বিস্তারিতভাবে "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে আপনি দেখছেন। হাফিয
ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেনঃ তিনি সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক এবং

মুরসাল বর্ণনা রয়েছে। হাফয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। তবে নিম্নবর্ণিত ভাষায় তার মুতাবায়াত করা হয়েছেঃ

“তোমরা পানিকে চুসে পান করো, তোমরা নিঃশ্বাস না নিয়ে পানি পান করো না।”

এ হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (২/১১৬) ও বাইহাকী "আশশুয়াব" গ্রন্থে (২/২০৬/১) আব্দুল ওয়ারেস সূত্রে আবু ইসাম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ ...।

তিনি এ আবু ইসামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর তার নাম খালেদ ইবনু ওবায়দ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ তার হাদীসের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। সেগুলোর মধ্যে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত এ হাদীসটিও রয়েছে। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র হতে পানি পান করার সময় তিন নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন তা বেশী শান্তি দায়ক, বেশী তৃপ্তি দায়ক ও বেশী নিরাপদ।

তিনি এ কথা বলে শেষ করেছেন যে, তার হাদীসের মধ্যে বেশী মুনকার হাদীস নেই।

কিন্তু বর্ণনাকারী দু’জনই আবু ইসাম নামে পরিচিত এবং তারা একই সময়ের। দু’জনের একজন নির্ভরযোগ্য, অন্যজন দুর্বল। ইবনু আদী দু’জনের মাঝে পার্থক্য না করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু হিব্বান এবং আবু আহমাদ হাকিম তার বিপরীত করেছেন। সঠিক হচ্ছে যে, তারা একজন নন বরং তারা হচ্ছেন দু’জন যেমনটি হাফয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন। যাহাবীও “আল-মীযান” গ্রন্থে তাই করেছেন। তিনি “আলআসমা” গ্রন্থে (১/৬৩৪) বলেনঃ ইবনু আদী সন্দেহ করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, এ আবু ইসাম হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য আবু ইসাম যার থেকে শুবা ও আব্দুল ওয়ারেস বর্ণনা করেছেন। এ কারণে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করার হাদীসটি তার জীবনীতেই উল্লেখ করেছেন যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তিনি "আয-যুয়াফা" ও "আলকাশেফ" গ্রন্থেও দু’জনকে পৃথক পৃথক দেখিয়ে উল্লেখ করেছেন।

[আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন মূল গ্রন্থ।]

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72307>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন